নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার
# পর্যবেক্ষণ
সংখ্যা ৪ । নভেম্বর ২০২০

ইউরোপীয় ইউনিয়নের EIDHR কর্মসূচির অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ‘বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের সহায়তা প্রদান’ প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত একটি নিউজলেটার

ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ৩
বুনোপাড়ার বঞ্চিতদের জীবন বদলে দেওয়া এক প্রতিবেদন ৬
যানবাহনে হেনস্তার শিকার নারী ১০
আত্মবিশ্বাসটা তৈরি করে দিয়েছে নিউজ নেটওয়ার্ক ১১

এই প্রকাশনার বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ দায় নিউজ নেটওয়ার্কের এবং তা কোনোভাবেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নয়

# দ. এশিয়ায় বাল্যবিয়ে বাংলাদেশেই বেশি

বাল্যবিয়ে বন্ধে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশেই বাল্যবিয়ে সবচেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের একটি হলো বাংলাদেশ। তাছাড়া, এদেশে ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের ৫১ শতাংশের বিয়ে হয়েছে শিশু বয়সে। এটি বাংলাদেশকে ৩ কোটি ৮০ লাখ ‘শিশু কনের’ দেশে পরিণত করেছে, যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের ১৮তম জন্মদিনের আগেই। আবার এদের মধ্যে ১ কোটি ৩০ লাখ নারীর বিয়ে হয়েছে তাদের বয়স ১৫ বছর হওয়ার আগেই।

বাংলাদেশে বাল্যবিয়ের উদ্বেগজনক এই চিত্র তুলে ধরেছে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)। ৭ অক্টোবর ২০২০ প্রকাশিত বাল্যবিয়ে সমাপ্তি : বাংলাদেশের অগ্রগতির চিত্র’ শীর্ষক প্রতিবেদনে সংস্থাটি এসব তথ্য তুলে ধরে। প্রতিবেদনে বলা হয়, যদিও বাংলাদেশে বাল্যবিয়ের প্রবণতা ১৯৭০ সালের তুলনায় ৯০ শতাংশেরও বেশি কমেছে, তা সত্ত্বেও এখনও এই হার অনেক বেশি। তাই ২০৩০ সালের মধ্যে বাল্যবিয়ে বন্ধের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিয়ে বন্ধের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশে আরও জোরদার প্রচেষ্টা প্রয়োজন। ইউনিসেফ বলছে, জাতীয় লক্ষ্য পূরণের জন্য বাল্যবিয়ে বন্ধের হারে অগ্রগতি গত দশকের তুলনায় কমপক্ষে ৮ গুণ এবং এসডিজির লক্ষ্য পূরণের জন্য ১৭ গুণ দ্রুততর করতে হবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশে ইউনিসেফের উপ-প্রতিনিধি ভিরামেন্ডোনকা বলেন, বাল্যবিয়ে বন্ধে অবশ্যই ক্ষতিকর রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে। মানবাধিকারের এই লঙ্ঘন ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ধ্বংসাত্মক পরিণতি বয়ে আনছে, শিশুদের কাছ থেকে তাদের শৈশব ছিনিয়ে নিচ্ছে এবং নিজের পছন্দের জীবন বেছে নেওয়ার সুযোগ সীমিত করে দিচ্ছে। মেয়েদের বেঁচে থাকা ও শিক্ষা গ্রহণের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে এবং তাদের সহিংসতা ও নিগ্রহের শিকার হওয়া কমাতে এখনই বিনিয়োগ করতে হবে।

বাল্যবিয়ে বন্ধে দরকার আরও জোরালো প্রচেষ্টা –ইউনিসেফ

ইউনিসেফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বে বাল্যবিয়ের হার সবচেয়ে বেশি নাইজার, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, চাদ, মালি, মোজাম্বিক, বুরকিনা ফাসো, সাউথ সুদান, বাংলাদেশ, গুয়েনা ও সোমালিয়ায়। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের পরে রয়েছে নেপাল, আফগানিস্তান, ভারত, ভুটান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, কোভিড-১৯ মহামারি বাল্যবিয়ে বন্ধে অগ্রগতিকে আবারও পেছনের দিকে ঠেলে দেওয়ার হুমকিতে ফেলেছে। শিশু এবং পরিবারগুলো যখন স্কুল বন্ধ হওয়া, আয় কমে যাওয়া এবং ঘরে বেড়ে যাওয়া চাপের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে, তখনই বাল্যবিয়ের ঝুঁকি আরও বেড়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ◆ ৯

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রকল্প
প্রকল্প বাস্তবায়নে নিউজ নেটওয়ার্ক ও উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা
NEWS NETWORK working for social change and empowering people

# সম্পাদকীয়

সিলেটের এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয় এক তরুণী। এরপর নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে এক গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এই দুটি ঘটনা জানাজানির পরপরই ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে

হঠাৎ করেই দেশে বেড়ে গেছে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ঘটনা। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ সিলেটের এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয় এক তরুণী। এরপর ৪ অক্টোবর ২০২০ নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে এক গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এই দুটি ঘটনা জানাজানির পরপরই ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাজধানীসহ সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বিভিন্ন মহল থেকে ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করার দাবি জানানো হয়। রাজধানীর শাহবাগে বিক্ষোভ সমাবেশ করতে থাকে বিভিন্ন সংগঠন। জেলা শহরেও মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ চলতে থাকে।

এমন পরিস্থিতিতে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের (সংশোধনী) গেজেট প্রকাশ করে সরকার। ১৩ অক্টোবর ২০২০ আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ বিভাগের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা থেকে ওই গেজেট প্রকাশ করা হয়। অধ্যাদেশটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২০ নামে পরিচিত।

এর আগে একইদিন সকালে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অধ্যাদেশে স্বাক্ষর করেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে এটি আইনে পরিণত হয়।

দেশে নারীর প্রতি অন্যায় অবিচারের আরেকটি মাধ্যম হলো বাল্যবিয়ে। জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ বলছে, বাল্যবিয়ে বন্ধে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশেই বাল্যবিয়ে সবচেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের একটি হলো বাংলাদেশ। তাছাড়া, এদেশে ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের ৫১ শতাংশের বিয়ে হয়েছে শিশু বয়সে। এটি বাংলাদেশকে ৩ কোটি ৮০ লাখ 'শিশু কনের' দেশে পরিণত করেছে, যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের ১৮তম জন্মদিনের আগেই। ঘরে-বাইরে নারীর প্রতি অন্যায় অবিচার ও তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই বাস্তবতার মধ্যেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সহায়তায় 'বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের সহায়তা প্রদান' নামে তিন বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে নিউজ নেটওয়ার্ক ও উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)।

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক (সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, সহ-সম্পাদক ও প্রতিবেদক); সাংবাদিকতা পেশা গ্রহণে আগ্রহী নারী; সুশীল ও নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ; ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং নির্যাতন বা সহিংসতার শিকার মানবাধিকার কর্মীরা প্রকল্পের উপকারভোগী। নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষায় তাদের আরও সক্ষম করে তোলাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে প্রকল্পটি রংপুর এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সাতক্ষীরা, যশোর, রাজশাহী, নীলফামারী, দিনাজপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামে বাস্তবায়ন হচ্ছে।

**শহীদুজ্জামান**
সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
নিউজ নেটওয়ার্ক

রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউয়ে ১০ অক্টোবর ২০২০ 'প্রজন্মান্তরে নারীবাদী মৈত্রী' আয়োজিত 'ধর্ষণের বিরুদ্ধে ক্রোধ' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা –নিউজ নেটওয়ার্ক

দেশব্যাপী নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে ৯ অক্টোবর ২০২০ রাজধানীর শাহবাগে প্রতিবাদ সমাবেশ –নিউজ নেটওয়ার্ক

# ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের (সংশোধনী) গেজেট প্রকাশ করেছে সরকার। ১৩ অক্টোবর ২০২০ আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ বিভাগের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা থেকে ওই গেজেট প্রকাশ করা হয়। এই অধ্যাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২০ নামে পরিচিত।

এর আগে একইদিন সকালে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অধ্যাদেশে স্বাক্ষর করেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে এটি আইনে পরিণত হয়। নিয়ম অনুযায়ী, জাতীয় সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে এ আইন পাস হয়।

১২ অক্টোবর ২০২০ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে আইনি যাচাই (ভেটিং) সাপেক্ষে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ওই খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী, ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি এতদিন ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ধর্ষণের শিকার নারী বা শিশুর মৃত্যু হলে বা সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। পাশাপাশি দুই ক্ষেত্রেই অর্থদণ্ডের বিধান আছে। এখন সর্বোচ্চ শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।

মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে এটি আইনে পরিণত হবে। তিনি বলেন, বিদ্যমান আইনে ধর্ষণের সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন আছে। সেটিকে এখন মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন করা হয়েছে। ধর্ষণের অপরাধের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা বিবেচনা করে বিচারক মৃত্যুদণ্ডের রায় দিতে পারবেন।

**২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী, ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি এতদিন ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড**

সংশোধিত আইনে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড রাখার পাশাপাশি আরও দুটি সংশোধনী আনা হয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো যৌতুকের ঘটনায় মারধরের ক্ষেত্রে (ধারা ১১-এর গ) সাধারণ জখম হলে তা আপসযোগ্য হবে। এছাড়া, এ আইনের চিলড্রেন অ্যাক্ট-১৯৭৪-এর (ধারা ২০-এর ৭) পরিবর্তে শিশু আইন ২০১৩ প্রতিস্থাপিত হবে।

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা হঠাৎ করেই বেড়ে যায়। এর মধ্যে সিলেট এমসি কলেজ হোস্টেলে এক তরুণীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। এরপর ৪ অক্টোবর ২০২০ নোয়াখালীতে এক গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ওই ঘটনা জানাজানির পর ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাজধানীসহ সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বিভিন্ন মহল থেকে ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করার দাবি জানানো হয়। ধর্ষণ ও নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিবাদে রাজধানীর শাহবাগে বিক্ষোভ সমাবেশ করতে থাকে বিভিন্ন সংগঠন ও সাধারণ মানুষ। জেলা শহরেও মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ চলতে থাকে।

এমন পরিস্থিতির মধ্যেই ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করে গেজেট প্রকাশ করে সরকার।

সংশোধনী অধ্যাদেশ

# নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

দেশব্যাপী নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ১০ অক্টোবর ২০২০ সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট যশোর শাখার উদ্যোগে শহরের দড়াটানা মোড়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচিতে অংশ নেয় বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরাম (বিএইচআরডিএফ) যশোর জেলা ককাস –নিউজ নেটওয়ার্ক

২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী, ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কেবল ধর্ষণের শিকার নারী বা শিশুর মৃত্যু হলে অথবা সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। পাশাপাশি উভয় ক্ষেত্রেই অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। তবে সম্প্রতি আইনটি সংশোধন করে গেজেট প্রকাশ করেছে সরকার। ওই গেজেট অনুযায়ী ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি এখন মৃত্যুদণ্ড। ১৩ অক্টোবর ২০২০ আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ বিভাগের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা থেকে ওই গেজেট প্রকাশ করা হয়। একইদিন সকালে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অধ্যাদেশে স্বাক্ষর করেন রাষ্ট্রপতি।

## সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই অধ্যাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে ।
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

## ২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৭-এর সংশোধন

২। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭-এর "ধারা ৫-এ উল্লিখিত" শব্দগুলি, সংখ্যা এবং চিহ্নের পরিবর্তে "মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩ নং আইন)-এর ধারা ৩ ও ৬-এ উল্লিখিত" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

## ২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৯-এর সংশোধন

৩। উক্ত আইনের ধারা ৯-এর-
(ক) উপ-ধারা (১)-এর "যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে" শব্দগুলির পরিবর্তে "মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে"; শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
(খ) উপ-ধারা (৪)-এর দফা (ক)-এর "যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে" শব্দগুলির পরিবর্তে "মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে; শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
(গ) উপ-ধারা (৫)-এর "দায়ী" শব্দের পরিবর্তে "দায়িত্বপ্রাপ্ত" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

## ২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ১৯-এর সংশোধন

৪। উক্ত আইনের ধারা ১৯-এর উপ-ধারা (১)-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :
"(১) এই আইনের অধীন সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণীয় হইবে, এবং ধারা ১১-এর দফা (গ)-এ উল্লিখিত অপরাধ আপসযোগ্য হইবে।"

## ২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২০-এর সংশোধন

৫। উক্ত আইনের ধারা ২০-এর (ক) উপ-ধারা (১)-এর "ধারা ২৫-এর" শব্দগুলি এবং সংখ্যার পরিবর্তে "ধারা ২৬-এর" শব্দগুলি এবং সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
(খ) উপ-ধারা (৭)-এর "Children Act, 1974 (XXXIX of 1974)" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনীর পরিবর্তে "শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন) শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

## ২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৩২-এর সংশোধন

৬। উক্ত আইনের ধারা ৩২-এর
(ক) উপান্তটিকার "অপরাধের শিকার ব্যক্তির মেডিক্যাল পরীক্ষা" শব্দগুলির পরিবর্তে "অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তির মেডিক্যাল পরীক্ষা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
(খ) উপ-ধারা (১)-এর "অপরাধের শিকার ব্যক্তির" শব্দগুলির পরিবর্তে "অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তির সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

## ২০০০ সনের ৮ নং আইনে নূতন ধারা ৩২ক-এর সন্নিবেশ

৭। উক্ত আইনের ধারা ৩২-এর পর নিম্নরূপ ধারা ৩২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা : "৩২ক। অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তির ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (ডিএনএ) পরীক্ষা। এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তির ধারা ৩২-এর অধীন মেডিক্যাল পরীক্ষা ছাড়াও, উক্ত ব্যক্তির সম্মতি থাকুক বা না থাকুক, ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১০ নং আইন)-এর বিধান অনুযায়ী ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (ডিএনএ) পরীক্ষা করিতে হইবে।"

অধ্যাদেশ নং ০৪, ২০২০
অক্টোবর ১৩, ২০২০

## রাজশাহীতে প্রশিক্ষণ

নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার রক্ষাকারীদের সুরক্ষা বিষয়ে ১২ দিনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২০ সালের আগস্টে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়। ২০ থেকে ৩১ আগস্ট অনুষ্ঠিত ওই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মোট ১০০ জন অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদক, প্রতিবেদক, ধর্মীয় নেতা ও সিএসও প্রতিনিধি।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে এবং হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরাম (বিএইচআরডিএফ) রাজশাহী জেলা কমিটির সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে নিউজ নেটওয়ার্ক।

২০১৯ সালের ২ মে যশোর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বুনোপাড়ার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে খাস জমির দলিল হস্তান্তর করা হয় –নিউজ নেটওয়ার্ক

# বুনোপাড়ার বঞ্চিতদের জীবন বদলে দেওয়া এক প্রতিবেদন

**প্রণব দাস** ◆

'আঙ্কেল একটা কথা বলব, আমি পড়তে চাই। একটু দেখেন না– আমাদের জন্য কিছু করতে পারেন কিনা'– একদম কাছে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করেই কথাগুলো বলল তিতলী সরকার। যশোরের মধুসূদন তারা প্রসন্ন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। তিতলী শহরের বুনোপাড়ার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র মেয়ে যে কৃতিত্বের সঙ্গে অষ্টম শ্রেণি পাস করে নানা প্রতিকূলতার মাঝেও পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে।

২০১৮ সালের অক্টোবরে নিউজ নেটওয়ার্কের উদ্যোগে যশোরে অনুষ্ঠিত হয় সাংবাদিকদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা। সেই কর্মশালার অংশ হিসেবে সাংবাদিকদের একটি দলের সদস্য হয়ে ২৩ অক্টোবর সকালে গিয়েছিলাম যশোর পৌর এলাকার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে বুনোপাড়ায় (বর্তমানে বনানী রোড)। সেখানেই কথা হয় তিতলীর সঙ্গে।

বুনোপাড়া থেকে ফিরে যে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছিলাম তার শিরোনাম ছিল 'মানুষের মর্যাদায় বাঁচতে চায় নীল শ্রমিকদের বংশধররা'। ২০১৮ সালের ২৪ অক্টোবর দৈনিক প্রতিদিনের কথায় সেটি প্রকাশিত হয়। যশোরের নীলগঞ্জের নীল শ্রমিকদের বংশধরদের জীবনমান যে মোটেও ভালো নয়– সেটি ফুটে ওঠে প্রতিবেদনে। তাদের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, বঞ্চনা, সামাজিক বৈষম্য ও অবহেলার কথা স্থান পায় প্রতিবেদনে।

প্রতিবেদনটি চোখে পড়ে যশোরের তৎকালীন জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়ালের। এরপর তিনি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের (বুনো) এই মানুষগুলোর প্রতি। এমন প্রতিবেদনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি আমাকে বলেন, 'আপনাকে নিয়ে ওদের দেখতে যাব'। আমার মন সেদিন অন্যরকম এক ভালোলাগায় ভরে যায়। মনে পড়ে সেই তিতলী সরকারের কথা।

●●●

**২০১৮ সালে সাংবাদিকদের জন্য নিউজ নেটওয়ার্কের প্রশিক্ষণ কর্মশালার অংশ হিসেবে গিয়েছিলাম যশোর পৌর এলাকার বুনোপাড়ায়। ফিরে এসে তৈরি করি একটি প্রতিবেদন। নীল শ্রমিকদের বংশধরদের জীবনমান যে মোটেও ভালো নয়, সেটিই ফুটে ওঠে প্রতিবেদনে**

একই বছরের ২ নভেম্বর সকালে জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়াল দেখতে যান নীল শ্রমিকদের বংশধরদের। সেদিনের সকালটা তাই অন্যরকম হয়ে ওঠে বুনোপাড়ার বাসিন্দাদের কাছে। তারা জেলা প্রশাসককে জানান তাদের মনের কথা, বঞ্চনার কথা।

বুনোপাড়ার বাসিন্দা নরসুন্দর পান্না সরকার জেলা প্রশাসককে বলেন, 'চরম অভাব-অনটনের মাঝেও সন্তানদের স্কুলে পাঠাচ্ছি। তবে লেখাপড়ার খরচ মেটানো বড় দায় হয়ে পড়েছে; কতদিন পারব জানি না।' সরকারি সহায়তা না পাওয়ার কথা জানিয়ে পান্না সরকার বলেন, 'আত্মীয়-স্বজন অনেকের সন্তান লেখাপড়া করার চেষ্টা করছে। তবে ইচ্ছে থাকলেও অর্থাভাবে কেউই মাধ্যমিকের গণ্ডি পার হতে পারছে না।'

ধৈর্যসহকারে পান্না সরকার ও অন্যদের সব

এরপর পৃষ্ঠা ◆ ১১

ইউএনএফপিএ প্রতিবেদন

# প্রতি বছর সন্তান জন্ম দেয় সাড়ে ৭ লাখ কিশোরী

জাতিসংঘের নতুন এক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে কিশোরীদের (১৫-১৯ বছর বয়সী) সন্তান জন্মদানের হার এখনও অনেক বেশি এবং বছরে প্রায় সাড়ে ৭ লাখ কিশোরী সন্তানের জন্ম দেয়।

‘স্টেট অব ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ২০১৯’ শীর্ষক জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) বার্ষিক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘কিশোরীদের প্রজননের হার গত প্রায় ২৫ বছর ধরে একই পর্যায়ে রয়ে গেছে। ১৯৯৪ সালে কিশোরী প্রজননের হার ছিল ৩৩ শতাংশ, যা ২০১৮ সালে এসে দাঁড়ায় ৩১ শতাংশে।’

২০১৯ সালের ১৭ এপ্রিল রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদনটি প্রকাশের সময় বাংলাদেশে ইউএনএফপিএর প্রতিনিধি ড. অসা টর্কেলসন বলেন, ‘বছরে প্রায় সাড়ে ৭ লাখ কিশোরী সন্তানের জন্ম দেয়, যার অর্থ হচ্ছে, এই মেয়েরা সম্ভবত আর পড়াশোনা চালিয়ে যাবে না বা কাজের বাজারে প্রবেশ করবে না।’

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিবাহিত কিশোরীদের মধ্যে আধুনিক গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার ৪৭ শতাংশ, তাদের মধ্যে ৪২ শতাংশই তিন বছরের কম সময়ে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেয়।

এতে বলা হয়েছে, ‘মোট প্রজনন হারে (টিএফআর) কিশোরীদের প্রজননের সামগ্রিক অংশ ২৫ শতাংশ, যার অর্থ প্রতি বছর প্রায় সাড়ে ৭ লাখ কিশোরী সন্তানের জন্ম দেয়।’

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, এসব ছাড়াও বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে কমার হারও বেশ ধীর; ২০১৮ সালে যা ছিল ৫৯ শতাংশ।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে, শিক্ষা (বিশেষত মেয়েদের জন্য), কর্ম-বয়সী জনসংখ্যার পেছনে বিনিয়োগ এবং শিশু মৃত্যুর হার কমানোসহ বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ দারুণ অগ্রগতি অর্জন করেছে।

‘তবে আরও কিছু সূচকে উন্নতি করতে এখনও অনেক কিছু করা বাকি আছে। বাল্যবিয়ের প্রচলন, কিশোরী বয়সে সন্তান ধারণের উচ্চ হার, মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়াশোনা শেষ না করা এবং যুব বেকারত্বের মতো বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং এসব ক্ষেত্রে বাড়তি মনোযোগ জরুরি’ বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

প্রতিবেদনে তথ্য অনুযায়ী, মাতৃমৃত্যুর অনুপাত (এমএমআর) ২০০০ সালে যেখানে প্রতি ১ লাখ জীবিত শিশু জন্মের বিপরীতে ছিল ৩৩২, তা কমে ২০১৫ সালে ১৭৬ জনে নেমে এসেছে এবং গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার ১৯৯৪ সালের প্রায় ৪৫ শতাংশ থেকে বেড়ে এখন ৬২ শতাংশ হয়েছে।

জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রশংসা করে টর্কেলসন বলেন, ‘বাংলাদেশের কাছে বিশ্বের শেখার মতো অনেক কিছুই রয়েছে।’ অবশ্য তিনি এও বলেন যে, বাংলাদেশে বাল্যবিয়ের হার এখনও দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ, খুব সম্ভবত যার অর্থ হচ্ছে— এই মেয়েরা গর্ভধারণ করবে, গুরুতর আঘাত এবং এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকিতে পড়বে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী মিয়া সেপ্পো বলেন, লিঙ্গ বৈষম্যই এসডিজি অর্জনে মূল প্রতিবন্ধকতা। এটি কেবল বাংলাদেশ নয়, এই অঞ্চলের অনেক দেশের জন্য এবং প্রকৃতপক্ষে পুরো বিশ্বে এটি একটি বড় সমস্যা।

প্রায় ২৫ বছর ধরে বাংলাদেশে কিশোরীদের প্রজনন হার রয়েছে একই পর্যায়ে —ইউএনএফপিএ

## হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায়

# স্বামীর কৃষিজমিরও ভাগ পাবেন হিন্দু বিধবারা

মামলার বাদী খুলনার বটিয়াঘাটার হালিয়া গ্রামের গৌরী দাসী –নিউজ নেটওয়ার্ক

উপমহাদেশে হিন্দু নারীর বঞ্চনার ইতিহাসটা বেশ পুরনো। পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র থাকলে স্বামীর মৃত্যুর পরও তার সম্পত্তির কোনো ভাগ পেতেন না। তবে পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র না থাকলে তারা কেবল মৃত স্বামীর বসতভিটার ভাগ পেতেন, অন্য সম্পত্তির নয়। এই বিধানে পরিবর্তন আসে ১৯৩৭ সালে 'হিন্দু উইমেন্স রাইটস টু প্রপার্টি অ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে। এই অ্যাক্টে বলা হয়, হিন্দু বিধবারা সন্তানদের সঙ্গে স্বামীর কৃষি-অকৃষি উভয় জমির অধিকারী হবেন। এরপর কেটে যায় বেশ কয়েকটা বছর। ১৯৪১ সালের ইন্ডিয়ান ফেডারেল কোর্ট এক রায়ে আবার স্বামীর কৃষি জমিতে বিধবাদের অধিকার নাকচ করে দেন।

এরপর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর আবার ফিরে যায় ১৯৩৭ সালে 'হিন্দু উইমেন্স রাইটস টু প্রপার্টি অ্যাক্টে'। তবে আইন থাকলেও সেই আইনের প্রয়োগ জটিলতায় হিন্দু বিধবারা মৃত স্বামীর সব সম্পদ/ সম্পত্তির মালিকানা থেকে বঞ্চিতই থাকে। দেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের যে কথা বলা হয়েছে, সেটিও অনেকক্ষেত্রে রয়ে যায় কাগজে-কলমে। মৃত স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে দেশের হিন্দু নারীদের অধিকার ছিল শুধু বসতভিটায়। বসতভিটার বাইরে কৃষিজমিতে তাদের কোনো অধিকার ছিল না।

তবে ২ সেপ্টেম্বর ২০২০, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এক মামলার রায়ে বলেছেন, শুধু বসতভিটা নয়, দেশের হিন্দু বিধবারা তাদের স্বামীর কৃষিজমিরও ভাগ পাবেন। এ সংক্রান্ত এক রিভিশন মামলায় শুনানি শেষে বিচারপতি মো. মিফতাহ উদ্দিন চৌধুরীর একক বেঞ্চ এ রায় দেন। খুলনার বটিয়াঘাটার যতীন্দ্রনাথ মণ্ডলের করা রিভিশন আবেদন খারিজ করে ওই রায় দেন তিনি। আদালতে আবেদনকারীর পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট মো. আবদুল জব্বার। হিন্দু বিধবার পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার নাফিউল ইসলাম। আদালতে অ্যামিকাস কিউরি হিসেবে মতামত দেন ব্যারিস্টার উজ্জ্বল ভৌমিক।

**আইনজীবীরা বলছেন, স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার বিষয়ে সর্বশেষ বিচারপতি মো. মিফতাহ উদ্দিন চৌধুরীর একক বেঞ্চের রায় এ সংক্রান্ত সব জটিলতার অবসান ঘটিয়েছে**

মামলার বিবরণীতে জানা যায়, খুলনার বটিয়াঘাটার হালিয়া গ্রামের রাজবিহারী মণ্ডলের দুই ছেলে, যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল ও অভিমন্যু মণ্ডল। অভিমন্যু মণ্ডল ১৯৫৮ সালে মারা যান। অভিমন্যু মণ্ডলের মৃত্যুর পর স্ত্রী গৌরী দাসীর নামে তার কৃষিজমি রেকর্ড হয়। কিন্তু গৌরী দাসী কৃষিজমি পাবেন না, শুধু মৃত স্বামীর বসতভিটার অর্ধেক পাবেন— এমন দাবি নিয়ে ১৯৮৩ সালে নিম্ন আদালতে একটি মামলা করেন যতীন্দ্রনাথ।

এই মামলা খারিজ হয়ে গেলে রেকর্ড সংশোধনের জন্য ১৯৯৬ সালে খুলনার সহকারী জজ আদালতে আবার মামলা করেন যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল। আদালত ওই আবেদনও খারিজ করে দিলে রায়ের বিরুদ্ধে খুলনা জেলা যুগ্ম জজ আদালতে আপিল করেন যতীন্দ্র। আবেদনে বলা হয়, 'ভারতীয় ফেডারেল কোর্টের রায় অনুযায়ী, হিন্দু বিধবারা তার স্বামীর কৃষিজমির উত্তরাধিকারী নন।' এ বিষয়ে দীর্ঘ শুনানি শেষে ২০০৪ সালের ৭ মার্চ আদালত যতীন্দ্রনাথের আবেদন খারিজ করে দিয়ে বলেন, ভারতীয় ফেডারেল কোর্টের রায় বাংলাদেশে প্রযোজ্য নয়।

এরপর যতীন্দ্রনাথ একই বছর হাইকোর্টে এ বিষয়ে একটি রিভিশন আবেদন করেন। ওই আবেদনের ওপর দু'পক্ষের শুনানি শেষে রিভিশন খারিজ করে দিয়ে যুগ্ম জেলা জজ আদালতের রায় বহাল রাখেন হাইকোর্ট।

১৯৩৭ সালের হিন্দু উইমেন্স রাইটস টু প্রপার্টি অ্যাক্ট, ভারতীয় ফেডারেল কোর্টের রায় ও ১৯৭২ সালের অ্যাডাপটেশন ল অব বাংলাদেশ পর্যালোচনা করে দেওয়া ওই রায়ের পর্যবেক্ষণে হাইকোর্ট বলেছেন, দেশে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী স্বামীর রেখে যাওয়া কৃষিজমিতে তার বিধবা স্ত্রী অধিকারের দাবিদার।

ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ১৯৪৩ সালে ভারতের আসাম, হায়দরাবাদসহ বেশ কয়েকটি রাজ্য স্বামীর সম্পত্তিতে হিন্দু বিধবাদের অধিকার বিষয়ে ১৯৩৭ সালের হিন্দু উইমেন্স রাইটস টু প্রপার্টি অ্যাক্ট গ্রহণ করে। ফলে ওইসব রাজ্যে হিন্দু বিধবারা স্বামীর মৃত্যুর পর বসতভিটার পাশাপাশি কৃষিজমিরও ভাগ পেতেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ হিন্দু উইমেন্স রাইটস টু প্রপার্টি অ্যাক্ট গ্রহণ করার পর স্বামীর রেখে যাওয়া কৃষি ও অকৃষি জমিতে হিন্দু বিধবাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ নিয়ে দেশের বিভিন্ন আদালতে বাটোয়ারা-সংক্রান্ত মামলা হতে থাকে। এসব মামলায় তৎকালীন হাইকোর্টের বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও বিচারপতি মুস্তাফা কামাল দুই ধরনের রায় দেন। বিচারপতি হাবিবুর রহমান ভারতের ফেডারেল কোর্টের রায় বহাল রাখেন, আর বিচারপতি মুস্তাফা কামাল ১৯৩৭ সালের হিন্দু উইমেন্স রাইটস টু প্রপার্টি অ্যাক্ট অনুযায়ী রায় প্রদান করেন।

আইনজীবীরা বলছেন, স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার বিষয়ে সর্বশেষ বিচারপতি মো. মিফতাহ উদ্দিন চৌধুরীর একক বেঞ্চের রায় এ সংক্রান্ত সমস্ত জটিলতার অবসান ঘটিয়েছে। এই রায় হিন্দু বিধবাদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে।

রায়ের পর আদালতের অ্যামিকাস কিউরি ব্যারিস্টার উজ্জ্বল ভৌমিক বলেছেন, এই রায় অবশ্যই একটি মাইলফলক হিসেবে পরিগণিত হবে। কারণ, আইন থাকলেও এর সুবিধা না পেয়ে বঞ্চিত হতেন হিন্দু বিধবারা। তাদের অধিকার বিষয়ে উচ্চ আদালতের সাংঘর্ষিক পর্যবেক্ষণের কারণে এক ধরনের অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছিল। এই রায় হিন্দু বিধবাদের অধিকার বিষয়ে স্পষ্টতা দিয়েছে, এখন আর কোনো দ্বন্দ্ব থাকল না। হিন্দু বিধবারা নিজের কিংবা পারিবারিক প্রয়োজনে কোর্টের আদেশ নিয়ে সম্পত্তি বিক্রিও করতে পারবেন।

# বিবাহিত নারীদের বিনোদনহীন জীবন

**রনি রানী সরকার**
ফেলো, নিউজ নেটওয়ার্ক

ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখেছিলেন শিল্পী হবেন। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় তার সেই স্বপ্ন পূরণের সুযোগও এসে যায়। বাবা-মাকে রাজি করিয়ে গান শিখতে শুরু করেন। অল্প দিনেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গাইবার আমন্ত্রণ পেতে থাকেন। একবার কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে গান গেয়ে প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ২০১৩ সালে বিয়ের পর পাল্টে যায় তার জীবন। বিয়ের এক বছর পরই প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। গানের চর্চা তো দূরের কথা সেই থেকে সংসার আর সন্তান সামলাতে হিমশিম রাবেয়ার (২৮) জীবন।

স্বামী একটি সরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা। রংপুর শহরে বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করছেন তারা। ২০১৮ সালে রাবেয়া বেগমের দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়। রাবেয়া জানান, তার জীবনে আর কোনো বিনোদন নেই। সন্তান আর ঘরের কাজ সামলানোর মাঝেই এখন জীবন সীমাবদ্ধ। কাজের ফাঁকে একটু টেলিভিশন দেখবেন—সেটাও হয়ে ওঠে না। রাবেয়া বলেন, 'সকালে উঠে ভাত রান্না, টিফিন সাজিয়ে দেয়া। স্বামী অফিসে গেলে ঘর গোছানো, সন্তানদের খাওয়ানো, গোসল, ঘুম পাড়িয়ে দেয়া সব একা করতে হয়। গান শেখার মতো কোনো সুযোগ নেই।'

মানসিক বিকাশ ও জীবন প্রবাহ গতিশীল রাখতে সুস্থ বিনোদনের বিকল্প নেই। বিনোদন মানুষের ভারবাহী নীরস জীবনে রসের সঞ্চার করে। বিনোদন ব্যতীত মানুষের জীবনের ছন্দ ও সজীবতা রক্ষা পায় না। বিনোদনহীন নীরস জীবনে মানুষ বেশি দূর এগোতে পারে না। সেখানে সাফল্যও থাকে খুব সামান্য।

নীলফামারীর গাড়াগ্রামের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সাথী রানী বলেন, 'চাকরি করলে সংসারের কাজ কিছুটা কম করতে হয়। কিন্তু বাড়ি এসে রোজ যখন রান্না করতে হয়, তখন মনে হয় বিয়ের আগের জীবনটাই ভালো ছিল। মেসে থাকতে খাবারের মান খারাপ ছিল; কিন্তু রোজ তো আর রান্না করা নিয়ে ভাবতে হতো না।'

সাথীর স্বামী একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। নিজেদের সময়ের অভাবে বাইরে খুব কমই ঘুরতে যাওয়া হয়। বিনোদন বলতে স্কুল থেকে ফিরে সন্তান সামলানো আর টেলিভিশন দেখা।

ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন আফরোজ জান্নাত। বাড়ি রংপুরের বদরগঞ্জে। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় থাকেন। তিনি ভালো আয় করেন। আফরোজ জান্নাত বলেন, 'নিজের বিনোদনের কথা চিন্তা করার সময় তাকে পারিবারিক অনুশাসন আর সমাজের কথা মাথায় রাখতে হয়। হয়তো অফিসের পর বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরলাম, রাত ৯টা-১০টার দিকে বাসায় ফিরলাম। রিফ্রেশমেন্টও হলো, ঘোরাফেরাও হলো আবার কাজও হলো। কিন্তু আমাদের সমাজে তা সম্ভব নয়।'

এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, 'আমরা যে সমাজে থাকি, সেখানে রাত ১০টার পর মেয়েরা বাড়ি ফিরলে অনেক কথা ওঠে। তাই নারীর বিনোদন স্বাধীনতার জন্য সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন প্রয়োজন।'

লালমনিরহাট জজ আদালতের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আঞ্জুমান আরা শাপলা বলেন, 'একজন নারীকে বিয়ের পর প্রতিদিন গড়ে প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা বাড়ির সেবামূলক কাজ করতে হয়। এত কাজ করার পরও পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিকভাবে তার কাজের কোনো মূল্যায়ন হয় না।' তিনি আরো বলেন, 'পুরুষের তুলনায় নারীরা সংসারে বেশি সময় দেন। এতে দেখা যায়, সময় সংকুলানের চাপে নিজেদের ঘুম, বিশ্রাম বা ব্যক্তিগত কাজের জন্য তারা কম সময় পান। এতে করে তাদের জীবনে মানসিক প্রশান্তি থাকে না।'

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কুন্তলা চৌধুরীও মনে করেন, আমাদের সমাজে মেয়েদের বিনোদনের সুযোগ ও স্বাধীনতা কম।

চাকরিজীবী নারীদের জীবনে বিনোদনের সুযোগ আরও কম। কর্মস্থলে কাজ থেকে ফিরে আবার সংসারের কাজ করতে হয়।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের রংপুর জেলা কমিটির সভাপতি হাসনা চৌধুরী বলেন, 'এই সমস্যা সমাধানে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সংসারের প্রতি দায়িত্ববান হতে হবে। স্বামীকেও সারাদিনের কাজের ফাঁকে পরিবারে সময় দিতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় থাকলে সংসারে নারীর বিনোদনের চাহিদা পূরণ হবে।'

বাল্যবিয়ে বন্ধে অগ্রগতিকে পেছনে ঠেলে দিয়েছে করোনা সংক্রমণ –ইউনিসেফ

# দ. এশিয়ায় বাল্যবিয়ে বাংলাদেশেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এমন অবস্থায় স্কুলগুলো নিরাপদে পুনরায় খোলার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে বিশ্বব্যাপী সরকারগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইউনিসেফ। কেননা, সাধারণ সময়েও অবিবাহিত মেয়েদের তুলনায় বিবাহিত মেয়েদের বিদ্যালয় থেকে ছিটকে পড়ার ঝুঁকি চারগুণের বেশি।

সামাজিক রীতিনীতির পাশাপাশি আইন ও নীতিমালার মতো লিঙ্গ বৈষম্যের কাঠামোগত কারণগুলো পরিবর্তন করতে ইউনিসেফ সরকার, সুশীল সমাজ ও এনজিওসহ অংশীদারদের একটি বিস্তৃত জোটের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে। এটি মেয়েদের স্কুলে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়াসহ বিভিন্ন বিকল্প থেকে নিজের পছন্দের জীবন বেছে নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। প্রথাগত এবং ডিজিটাল উভয় প্ল্যাটফর্মে কিশোরীদের প্রতিনিধিত্ব ও দাবি-দাওয়া তুলে ধরার মাধ্যমে ইউনিসেফ তাদের ক্ষমতায়নেও কাজ করে। এ ছাড়াও, নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যক্রমকে অবহিত করতে পারে এমন প্রমাণ তৈরি এবং কিশোরীদের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা যাতে বিদ্যমান থাকে, বিশেষ করে সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য, তা নিশ্চিতে সহায়তা করার মাধ্যমে বাল্যবিয়ের অবসান ঘটাতে সরকারের জাতীয় কর্মপরিকল্পনায়ও (ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান) সহায়তা দেয় ইউনিসেফ।

ইউনিসেফের ওই প্রতিবেদন প্রকাশের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ, সরকার, উন্নয়ন অংশীদার ও কিশোরী-ক্লাবের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সরকারের মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। তিনি বাল্যবিবাহ বন্ধে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন।

# যানবাহনে হেনস্তার শিকার নারী

**শিলা খাতুন** ◆
ফেলো, নিউজ নেটওয়ার্ক

যশোর শহরের একটি সরকারি কলেজের ছাত্রী মৌসুমি আক্তার বাসে নিয়মিত যাতায়াত করেন। বাসযাত্রায় তার অভিজ্ঞতা খুবই খারাপ। তার অভিযোগ, বাসে উঠলে কন্ডাক্টর টাকা নেয়ার সময় গা ঘেঁষে যায়, দরজা দিয়ে ওঠানোর সময় হেলপার জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত দিতে চায়।

মৌসুমির মা শিরিনা বেগম বলেন, শুধু কন্ডাক্টর নয়, বাসে কিছু দুষ্টু লোক থাকে তারাও নারী যাত্রী দেখলেই গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। নানা উছিলায় শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয়। যেটা খুবই লজ্জাজনক।

যশোর-চৌগাছা সড়কের নিয়মিত এই যাত্রী আরও জানান, মহাসড়কের প্রতিটি বাসেই নারী যাত্রীদের এভাবে যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়। একসময় বাসগুলোতে নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক আসনের ব্যবস্থা থাকলেও এখন নেই।

সাধারণ যাত্রীদের অভিযোগ, বাসে সংরক্ষিত আসন না থাকায় প্রতিনিয়িত নারী যাত্রীরা যৌন হয়রানীর শিকার হচ্ছেন। দু'একজন এর প্রতিবাদ করলেও অধিকাংশ সম্মানহানির ভয়ে মুখ খোলেন না। যারা প্রতিবাদ করেন এক পর্যায়ে তারাই 'খারাপ' নারী হিসেবে চিহ্নিত আর 'অপমানিত' হয়ে ফেরেন। যাত্রীবাহী বাসগুলোতে সংরক্ষিত আসন থাকলে এ রকম অবস্থার সৃষ্টি হতো না বলে ধারণা নারীদের।

যশোর পরিবহন সংস্থা শ্রমিক ইউনিয়ন তথ্য বলছে, যশোর থেকে প্রতিদিন ২৫টির বেশি রুটে নিয়মিত বাস আসা-যাওয়া করে। নগরী হিসেবেও যশোর বেশ ব্যস্ততম। প্রতিনিয়ত জীবিকার তাগিদে অসংখ্য নারী গ্রাম থেকে শহরে আবার শহর থেকে গ্রামে যাতায়াত করেন। স্কুল, কলেজপড়ুয়াদের মধ্যে একটা অংশ নারীও বাসে যাতায়াত করে। এসব নারী যাত্রীদের মধ্যে অনেকে কোনো না কোনোভাবে বাসে যৌন হয়রানির শিকার হয়।

যশোরের একটি বেসরকারি কলেজের ছাত্রী নীলা খাতুন জগহাটির বাড়ি থেকে প্রতিদিন বাসে যাতায়াত করেন। তিনি বলেন, 'দারিদ্র্যের কারণে শহরে থেকে পড়াশোনা করা সম্ভব হয় না। সে কারণে কষ্ট করে হলেও প্রতিদিন বাড়ি থেকে বাসে যাতায়াত করি। অন্যান্য বাহনের তুলনায় বাসে শিক্ষার্থীদের জন্য ভাড়া একটু কম বলে এটাই আমাদের প্রধান বাহন। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে বাসে উঠলেই পড়তে হয় বিপাকে। কিছু খারাপ প্রকৃতির লোক বাসের মধ্যে নারীদের সঙ্গে অসভ্য আচরণ করে। নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকলে নারীরা এ ধরনের নাজেহাল হওয়া থেকে অনেকাংশে রক্ষা পেত।'

চুড়ামনকাঠি ইউনিয়নের আমবটতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সবিতা নূরের বাড়ি শহরের কাজী পাড়ায়। প্রতিদিন সকালে তিনি বাসে অফিসে যান। আর বিকেলে স্কুল ছুটির পর ফিরে আসেন। তিনি বলেন, 'যাত্রীর তুলনায় যশোর-চৌগাছা সড়কে বাসের সংখ্যা খুবই কম। প্রতি ১৫ মিনিট পর পর এই রুটে বাস ছাড়ার কথা থাকলেও এক-একটা বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হয় কমপক্ষে আধাঘণ্টা। সে কারণে বাসগুলোতে যাত্রীদের ফভড় অনেক বেশি থাকে। এই সুযোগে খারাপ মানুষ নারীদের নানাভাবে যৌন নির্যাতন করে।'

তিনি মনে করেন যশোর-চৌগাছা সড়কের যাত্রীরা বাস মালিক সমিতির হাতে জিম্মি। নির্ধারিত ১৫ মিনিট পর পর বাস ছাড়ার ব্যবস্থা আর নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে যৌন হয়রানি কমে আসত।

যাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা যায়, বাসে যাতায়াতে সবচেয়ে বেশি অসুবিধার শিকার হন গর্ভবতী নারীরা। টুম্পা নামে এক গর্ভবতী নারী যাত্রী বলেন, 'এ সময়টা নারীদের জন্য খুবই বিপজ্জনক। বাসে সংরক্ষিত আসন নিশ্চিত হলে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যেত।'

সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করলে সবাই নারী যাত্রীদের যৌন হয়রানির বিষয়টি স্বীকার করেন। তাদের মতে, নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ না থাকা যেমন একটি কারণ তেমনি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও একটা কারণ। নারীদের সব সময়ই ভোগের সামগ্রী হিসেবে বিবেচনা করার খেসারত দেন মা-বোনেরা। বাস শ্রমিক বিশেষ করে হেলপার আর কন্ডাক্টররাই বেশি নারী যাত্রীদের যৌন নির্যাতন করে থাকে। বাসে ওঠানো-নামানোর সময় হেলপাররা আর কন্ডাক্টররা বাসের ভেতরে এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ভাড়া আদায়ের সময় নারীদের স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয়।

বাসচালক বেলাল হোসেন বলেন, এ ব্যাপারে মালিক সমিতি ভালো জানেন। তবে সব হেলপার আর কন্ডাক্টর নারী যাত্রীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে বিষয়টি তেমন নয়। কিছু আছে যারা পৈশাচিক আনন্দ পাওয়ার জন্যই এই কাজ করে। এটা সব পেশার মানুষের মধ্যে আছে বলে তিনি মনে করেন।

এটার ব্যাপারে কঠোর আইনের পাশাপাশি শ্রমিকদের সচেতন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন যাত্রীরা। তারা মনে করেন শ্রমিক ইউনিয়ন আর মালিক সমিতি বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে পারে।

বিআরটিএ যশোর অফিস সূত্রে জানা গেছে, নারী ও প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য প্রতি বাসে আসন সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ৫২ সিটের বড় বাসের জন্য নয়টি এবং মিনিবাসের জন্য ছয়টি আসন সংরক্ষণ করার কথা জানিয়ে বিআরটিএ কর্মকর্তারা বলেন, মালিক ও বাসের স্টাফরা এগুলো মানেন না।

যশোর বাস মালিক সমিতি ও মিনিবাস মালিক সমিতির সভাপতি আলী আকবার বলেন, বাসে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যশোর থেকে যেসব বাস ছেড়ে যায় তার অধিকাংশ যাত্রী স্বল্প দূরত্বে নামেন। সে কারণে বসা যাত্রীদের থেকে দাঁড়ানো যাত্রীর সংখ্যা বেশি থাকে। এ সময় কোনো ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু এর সঙ্গে শ্রমিকদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। তিনি বলেন, 'নারী যাত্রীর সঙ্গে খারাপ আচরণ না করার জন্য হেলপার, কন্ডাক্টর ও চালকদের সবসময় সাবধান করা হয়।'

দেশব্যাপী নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে ৯ অক্টোবর ২০২০ রাজধানীর শাহবাগে প্রতিবাদ সমাবেশ –নিউজ নেটওয়ার্ক

# আত্মবিশ্বাসটা তৈরি করে দিয়েছে নিউজ নেটওয়ার্ক

**মদিনা আক্তার**
ফেলো, নিউজ নেটওয়ার্ক

ছোটবেলা থেকে আমার লেখালেখির নেশা। আর এই নেশা যখন সাংবাদিকতায় পরিণত হলো, তখন নিউজ নেটওয়ার্ক শিখিয়ে দিল এর কলাকৌশল। আমার মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস, নারীদের নিয়ে কাজ করার যে উদ্যম, এগিয়ে যাওয়ার যে স্বপ্ন— তার পেছনে মূলত নিউজ নেটওয়ার্কের ফেলোশিপ

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'— কবি এভাবেই নারীর অধিকার ও মর্যাদার কথা তুলে ধরেছেন। কিন্তু বাস্তবে এই সমাজে নারীর সেই অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি আজও। তাই তো তাদের করতে হচ্ছে সংগ্রাম ঘরে-বাইরে। এই সংগ্রাম অধিকার আদায়ে, মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়।

নারীর সেই অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে আমাকে শিখিয়েছে নিউজ নেটওয়ার্ক। তৈরি করে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস। শিখিয়েছে এগিয়ে যেতে। এগিয়ে যাওয়ার সেই পথ ধরেই স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছি 'বাংলার জনপদ' নামে একটি নিউজ পোর্টালে।

ছোট বেলা থেকে আমার লেখালেখির নেশা। আর এই নেশা যখন সাংবাদিকতায় পরিণত হলো তখন নিউজ নেটওয়ার্ক শিখিয়ে দিল এর কলাকৌশল।

'দৈনিক উত্তরা প্রতিদিন'-এর মধ্যদিয়ে শুরু আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায়। সে অধ্যায়ে শিখেছি সাহসী হতে, নারী হিসেবে মর্যাদা আদায় করতে। আর সেটি সম্ভব হয়েছে নিউজ নেটওয়ার্কের জন্য। ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি ইন-হাউস প্রশিক্ষণ ও তিন মাসের ইন্টার্নশিপে সাংবাদিকতার যেসব কলাকৌশল শিখিয়েছে, সেগুলোই এখন কাজের অনুপ্রেরণা।

বাবা-মা হাত ধরে যেমন হাঁটা শিখিয়েছে, ঠিক সেভাবেই আমাকে হাতে-কলমে সাংবাদিকতা শিখিয়েছে নিউজ নেটওয়ার্ক।

আজ আমার মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস, নারীদের নিয়ে কাজ করার যে উদ্যম, এগিয়ে যাওয়ার যে স্বপ্ন— তার পেছনে মূলত নিউজ নেটওয়ার্কের ফেলোশিপ। স্বাগত জানাই প্রতিষ্ঠানটির এই উদ্যোগকে।

# বুনোপাড়ার বঞ্চিতদের জীবন

৬ পৃষ্ঠার পর

কথা শোনেন জেলা প্রশাসক। এরপর তাদের বাসস্থান ঘুরে দেখেন। শিশুদের সঙ্গে কথা বলে তাদের লেখাপড়ার খোঁজ নেন। শেষে পিছিয়ে পড়া এ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

বুনোপাড়া থেকে ফিরে জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়াল ওই সাঁওতাল পাড়ার শিশু শিক্ষার্থী ও ভূমিহীনদের 'ডাটাবেজ' তৈরির দায়িত্ব দেন আমাকেই। সেটি ছিল আমার অন্যরকম এক ভালো লাগারদিন। সাংবাদিকতায় এসে এমন ভালোলাগা দিন এর আগে আর আসেনি!

সেই ডাটাবেজের সূত্র ধরে ২০১৮ সালের ১৪ নভেম্বর পাঁচটি ও ৪ ডিসেম্বর চারটি পরিবারকে বসতঘর মেরামতের জন্য দুই বান্ডিল করে ঢেউটিন ও ৬ হাজার করে টাকা দেয় যশোর জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসকের পক্ষে এগুলো বিতরণ করেন জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম।

২০১৯ সালের ২৪ জানুয়ারি বিকেলে ওই ডাটাবেজের তালিকা ধরে বুনোপাড়ার শিশুদের আনন্দে ভাসান জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়াল। তার পক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক

২০১৯ সালের ২ মে জেলা প্রশাসনের দেওয়া জমির দলিল গ্রহণ করেন বুনোপাড়ার সুবিধাবঞ্চিতরা –নিউজ নেটওয়ার্ক

দেবপ্রসাদ পাল সাঁওতাল শিশুদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেন।

এরপর একই বছরের ২ মে যশোর জিলা স্কুল অডিটোরিয়ামে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে খাস জমির দলিল হস্তান্তর ও আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। অনুষ্ঠানে তিনি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ১১টি পরিবারকে খাস জমির দলিল হস্তান্তর করেন, যা স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকা এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় গুরুত্বসহকারে প্রকাশ ও প্রচার হয়।

ওই জমি পাওয়ার পর বদলে যায় দিন আনা দিন খাওয়া ভূমিহীন ওই ১১ পরিবারের সদস্যদের জীবনমান। কৃতজ্ঞতা জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়ালের প্রতি। আর বুনোপাড়ার বঞ্চিত মানুষগুলোকে নিয়ে প্রতিবেদন তৈরিতে উৎসাহ ও সহযোগিতা করার জন্য কৃতজ্ঞতা নিউজ নেটওয়ার্কের প্রতি। ভালোলাগার এই অনুভূতি নিয়ে সংবাদকর্মী হিসেবে চলতে চাই আগামীর পথ।

## প্রশিক্ষণ কর্মশালা

### যশোর

নারী ও মেয়েদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে মানবাধিকার সুরক্ষাকারীদের জন্য ১২ দিনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা যশোরে অনুষ্ঠিত হয়। ২ থেকে ১৪ নভেম্বর ২০২০ অনুষ্ঠিত ওই কর্মশালায় চারটি ব্যাচে মোট ১২০ জন মানবাধিকার সুরক্ষাকারী অংশ নেন। প্রতিটি ব্যাচের জন্য প্রশিক্ষণ ছিল তিনদিনের। এটি পরিচালনা করেন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ নিশাত জাহান রানা। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে নিউজ নেটওয়ার্ক।

### রংপুর

নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষায় হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্সদের জন্য 'অ্যাডভোকেসি, লবিং অ্যান্ড নেগোসিয়েশন' বিষয়ে রংপুরে অনুষ্ঠিত হয় ১২ দিনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা। ১৮ থেকে ২৩ অক্টোবর ও ২৭ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর ২০২০ অনুষ্ঠিত ওই কর্মশালায় মোট ১২০ জন হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার অংশ নেন। চারটি ব্যাচে ভাগ হয়ে তারা এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রতি ব্যাচের অংশগ্রহণকারীদের তিনদিন করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করেন নারী অধিকার বিষয়ক বিশিষ্ট কর্মী রেখা সাহা। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সহায়তায় এই কর্মসূচির আয়োজন করে নিউজ নেটওয়ার্ক। সহযোগিতায় ছিল উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)।

**নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ**

সম্পাদনা পরিষদ
মোশফেকা রাজ্জাক, হাবিবুর রহমান মিলন
রেজাউল করিম, সদরুল আলম দুলু

NEWS NETWORK
working for social change and empowering people

**প্রকাশক: নিউজ নেটওয়ার্ক**

সড়ক-২, বাড়ি-৮, ধানমন্ডি-১২০৫, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০২৫৫১৬৬২৩৯, ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৫৫১৬৬২৩৮
ই-মেইল: info@newsnetwork-bd.org
www.newsnetwork-bd.org
facebook.com/newsnetworkbangladesh